শিকাগো বক্তৃতাঃ তুলনামূলক ধর্মের সন্ধিক্ষণ

অশোক মুখোপাধ্যায়

ধর্ম-সম্মেলনের প্রথম আলো শিকাগো দেখায়নি বলেছিলেন ধর্মপালা, ধর্ম-মহাসভার প্রথম দিনের সমাপ্তি ভাষণে।মহাবোধি সমাজের দিকপাল অনাগারিকা ধর্মপালা, শিকাগো ফেরত সে যাত্রায় কলকাতায় এসেছিলেন ১৮৯৪-র এপ্রিলে। শিকাগো ধর্মসভার প্রশস্তি করে কলকাতার মিনার্ভা থিয়েটারে রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের সভাপতিত্বে যে-সভা হয়েছিল তাতে ধর্মপালা শুনিয়েছিলেন প্রতক্ষ্যদর্শীর অভিজ্ঞতা।তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বক্তৃতার পর তাঁকে নিয়ে মার্কিনদের বিপুল উন্মাদনা, সোৎসাহে শুনেছিলেন উপস্থিত পুরানো কলকাতার বহু রথী-মহারথীরা।ছিলেন ঐতিহাসিক রমেশ মিত্র, জজসাহেব গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠনঠনিয়ার ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৪ মে সন্ধ্যার যে খবর সংবাদপত্রে পরিবেশিত হয় ১৬ তারিখে। সেদিন সাড়ে বারো হাজার কিলোমিটার দূরে বিবেকানন্দ তখন প্রস্তুতি নিচ্ছেন হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের ধর্ম নিয়ে বক্তব্য রাখার।

১৮৯৩, খোদ মার্কিনদেশের নিউ ইয়র্কে যখন ধসে পড়েছে শেয়ার বাজার, ফিলাডেলফিয়ায় শিল্প-ব্যবস্থাপনায় বৈজ্ঞানিক পরামর্শ দেওয়া শুরু করছেন ফেড্রিক টেলর।নারীদের রাজনৈতিক ভাগ্য, ভোটাধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছে বিশ্বে প্রথম নিউজিল্যান্ড, সেন্ট পিটারসবারগে যৌবনে লেনিন, সম্পাদকের হাতে বরখাস্ত হচ্ছে কৃষকদের জীবনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন ভাবনা নিয়ে তাঁর পাঠানো লেখা । দক্ষিণ আফ্রিকায়, কালো চামড়া বলে, ভারতীয় আইনজীবী করমচাঁদকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে,ভারতের বোম্বেতে হিন্দু-মুসলমান ব্যাপক দাঙ্গা বেঁধেছে গো-নিধন নাকি গোরক্ষাকে কেন্দ্র করে--সিপাহি বিদ্রোহের পরে এত ভয়ংকর দাঙ্গা সে-যাবৎ জন-স্মৃতিতে আর নেই,কলকাতায় বিসর্জন নাটকের নাটকীয় উপস্থাপনা, রাজপুরোহিত রঘুপতির নাম-ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ।

সে বছর আমেরিকার দ্বিতীয় বিশ্ব-প্রদর্শনী,শিকাগোতে চলেছিল মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বিশ্ব কলম্বাস প্রদর্শনী ১৮৯৩। উপলক্ষ্য,জেনোয়ার জিনিয়াস কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের ৪০০ বছর উদ্‌যাপন।
হিন্দু ইতিহাসের গোড়া খুঁজতে এখন যদি পাকিস্তানে যেতে হয়,তবে বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার আগা খুঁজতে কেনই-বা আমরা রেনেসাঁসের ইতালিতে পৌঁছোব না?

ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন পাঠ আমাদের জ্ঞানচক্ষুকে সঙ্কুচিত করে।প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বই সার; শিক্ষকেরা কি হয়ে উঠবেন ছাত্রদের চলার পথের অভিজ্ঞ ভ্রমণসঙ্গী?

শিকাগো প্রদর্শনীতে ১৯ টি দেশ যুক্ত হয়েছিল। প্রায় বিশখানা বিশ্ব-কংগ্রেস করতে চেয়েছিলেন উদ্যোক্তারা,জনস্বাস্থ্য থেকে নারীপ্রগতি, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক ধর্ম-সভা ইত্যাদি।ছিল বাস্তুবিজ্ঞানের আস্ফালন, শিকাগোর আকাশ-বাতাসে বিদ্যুৎ-শক্তির সম্যক সমারোহ।ছিল অতিদানব নাগরদোলা, ফেরিস হুইল।

ঐতিহাসিক টার্নার উপস্থাপিত করলেন আমেরিকার ইতিহাসে সীমান্তের ধারণার প্রাসঙ্গিকতা।ফোটোগ্রাফার এডওয়ার্ড মেব্রিজের ঘোড়দৌড়ের ভিডিও ক্লিপিংস ছিল কলম্বিয়ান এক্সোপোজিশানের অন্যতম আকর্ষণ যিনি জীবজন্তুর চলৎশক্তি নিয়ে রেখেছিলেন দিগন্তবিস্তারী বক্তব্য।ছিল কায়রোর বেলি ডান্স, হুচি কুচি।এই বিশ্ব-প্রদর্শনীকে অর্থনৈতিক সংকট থেকে বাঁচিয়েছিল অটোমান প্যাভিলিয়ন যার মূল আকর্ষণ ছিল দরিদ্র মধ্য-প্রাচ্যের নর্তকীরা। পেন্সিলভেনিয়ার তেলেই জ্বলতো তখন মক্কার বাতি।

বিশ্বশিকাগো ১৮৯৩ কলম্বাস প্রদর্শনীর প্রবেশপত্র-

টানা ছমাস ধরে চললেও শিকাগো ধর্ম-মহাসভা হয়েছিল সেপ্টেম্বরের ১১ থেকে ২৭। ১৪৯৩-এ কলম্বাস তাঁর দ্বিতীয় অভিযান স্পেন থেকে শুরু করেছিলেন সেপ্টেম্বরের ২৪শে।২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৯,কলকাতায় কেশব সেনের বাড়িতে ব্রাহ্মজন-সমাগমে ভাব-সমাধি গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ;ঊর্ধ-হস্ত অনন্য মুদ্রা সেই ফটোগ্রাফে ফ্রিজ হয়ে আছে হপ্তা-শেষের রবিবারের বেলা।সেপ্টেম্বর ১৮৮০, রত্নগর্ভা ভূবনেশ্বরীর কোলে আর এক রত্ন ভূপেন্দ্রনাথ, যিনি ভবিষ্যতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে আদায় করবেন ভারতীয় কৃষকদের মৌলিক অধিকার। সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ দেবীপক্ষের শুরুতে কলকাতার স্টার থিয়েটারে গিরিশের চৈতন্যলীলা দেখতে এসেছিলেন আত্মভোলা ঠাকুর।নিমাই সেজেছিলেন নটী বিনোদিনী, জনশ্রুতি বলে, তাঁর অভিনয়ের জাদুতে বেহুঁশ হয়েছিলেন ঠাকুর;সমালোচনার তির ছুটেছিল তাঁর দিকে। রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের সে ছিল প্রারম্ভিক কাল। ইতিহাসের চুম্বক-স্পর্শ তখন কলকাতার মাটিতে-জীবন-সন্ধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্যোপাধ্যায়, যৌবনে জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্ল রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মার্কিনদের প্রাচ্য দেশগুলি সম্বন্ধে জানবার ছিল উৎসাহ। তারা মনে করেছিল এশিয়ার দেশগুলির কাছে মার্কিনদের শিক্ষণীয় অনেক কিছুই আছে।ইসলাম দুনিয়া বিশেষ সাড়া দেয়নি এই ধর্মসভায়। সায় দেননি অটোমান তুর্কদের আবদুল হালিম দ্বিতীয়।এমনকি সায় দেননি আমেরিকারও কিছু কিছু খ্রিস্টান গোষ্ঠী। তবু খ্রিস্টানদের দেশে খ্রিস্টানদের উৎসবে সম্প্রীতির ভাবনা শুরু হয়েছিল।স্বামীজি নিয়েছিলেন সেই সুযোগ।যেন ১৯৮৩-তে লর্ডসে কপিলের লুফে নেওয়া রিচার্ডসের পুল।বাকিটুকু ইতিহাস।

১৮৯৩-এ শিকাগো ধর্মসভায় বক্তৃতাগুচ্ছের চার শতাংশ ছিল হিন্দুধর্মের।জৈন বা ইসলামের উপর ছিল আরও কম।ছদিন বক্তব্য রেখেছিলেন বিবেকানন্দ। ১১ই ছিল প্রারম্ভিক প্রতিবেদন এবং ২৭শে সমাপ্যভাষণ।ধর্মসভায় বিবেকানন্দের ব্যাখ্যায় উঠে আসে পৃষ্ঠপোষকতা-সমৃদ্ধ হিন্দুধর্মের আচ্ছাদনী-ধারণা।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার ইউরোপ ও আমেরিকায় সবজির কিংবা সংস্কৃতির আদান-প্রদানই শুধু করেনি,আদান-প্রদান করেছিল রোগেরও।এই আদান-প্রদান ইউরোপে টমেটো,আলু ইত্যাদির চাষকে সাহায্য করেছিল, নিয়ে এসেছিল সিফিলিস আর দিয়েছিল স্মল পক্স।এপিডেমিক হয়েছিল আমেরিকায়।

কলম্বাসকে ছাপিয়ে গিয়ে শিকাগো ধর্ম-কংগ্রেস পায় আলাদা স্বীকৃতি।উপস্থিত ছিলেন ৪০০০ ধর্মপ্রাণ শ্রোতৃবৃন্দ।বিবেকানন্দই হয়ে ওঠেন ধর্মসভার প্রধান আকর্ষণ। বিশ্ব-জুড়ে আন্তঃধর্ম আলোচনার সেই ছিল সূত্রপাত। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তুলনামূলক ধর্ম পড়ানোর চল হয়।

এভাবেই পাল তুলেছিল রামকৃষ্ণ-আন্দোলন। বেদান্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিবেকানন্দ, নিউ ইয়র্কে,পরে সান ফ্রান্সিস্কোতে। তাঁর অকাল-প্রয়াণের পর বস্টন, শিকাগো, পিটসবার্গ, পোর্টল্যান্ড, প্রভিডেন্স,লস অ্যাঞ্জেলিসে একাধিক বেদান্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়।

শিকাগোর আগে, ১৮৭১-এ বার্মায় হয়েছিল, বুদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ৫ম ধর্মসম্মেলন, ২৫০০ বুদ্ধ সন্ন্যাসীদের সমাগমে। ভারতে ধর্মসম্মেলনের ট্র্যাডিশন ২৫০০ বছরের পুরোনো। বুদ্ধ-মহানির্বাণের পরে খ্রি:পূ: ৪০০-এ হয়েছিল রাজগিরে,রাজা অশোকের সময়কালে সাড়ম্বরে পাটনায়।

Society Language C